হোমিওপ্যাথির দিগদর্শন

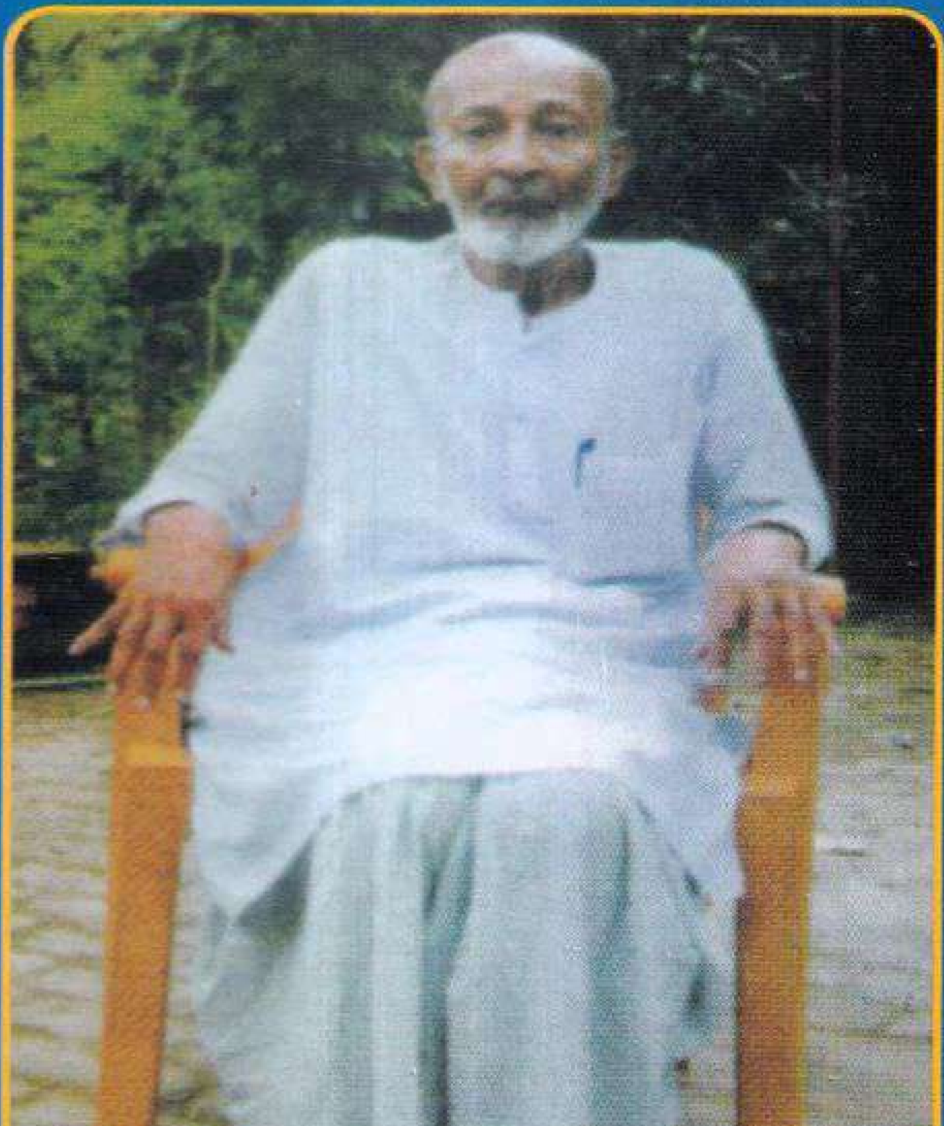

ডাঃ এম. হাসান

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
মানসিক বিকার	৯
মূত্রপাথরি	১৬
যৌন অক্ষমতা	২৭
পক্ষাঘাত	২৯
স্মৃতিনাশ	৩৪
অবৈধ যৌনাচার ও পক্ষাঘাত	৩৭
ক্রোধ প্রবণতা অহমবোধ ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া	৪২
টাইফয়েড জ্বর ও বুনো ওল	৪৮
ক্রুপকাশি	৫০
হার্টডিজিজ ও ডিজিটেলিস	৫১
প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বিবৃদ্ধি	৫২
ডিজিটেলিসের অ্যান্টিডোট নাক্সভোম	৫২
ন্যাবা	৫২
ক্লিমেটিসের অ্যান্টিডোট ব্রায়োনিয়া	৫৩
যন্ত্রণাপ্রদ স্বামীসহবাস ও আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৫৪
হৃৎপীড়া ও ক্যাকটাস ম্যাজিক	৫৪
সেক্সঅরগান ও ডাইওসকোরিয়া	৫৭
রাইটার্সক্র্যাম্প ও হাইপেরিকাম	৬০
চক্ষু পত্র, ঝুলে থাকা আব	৬৪
উদরে ক্ষত ও কার্বোভেজ	৬৭
বসন্তপীড়া ও তজ্জনিত মানসিক অস্থিরতা	৭০
নিউমোনিয়া পরবর্তী ব্রংকাইটিস	৭১
কলেরারোগ ও কার্বোভেজ	৭১
জরায়ুর শিথিলতা	৭৩
রক্তস্রাব ও তার প্রতিকার	৭৩
আমাশয় ও কাঠকয়লা কার্বোভেজ	৭৪
গোড়ালির উপরে ক্ষত	৭৪

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
মানসিক বিকার	৯
মূত্রপাথরি	১৬
যৌন অক্ষমতা	২৭
পক্ষাঘাত	২৯
স্মৃতিনাশ	৩৪
অবৈধ যৌনাচার ও পক্ষাঘাত	৩৭
ক্রোধ প্রবণতা অহমবোধ ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া	৪২
টাইফয়েড জ্বর ও বুনো ওল	৪৮
ক্রুপকাশি	৫০
হার্টডিজিজ ও ডিজিটেলিস	৫১
প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বিবৃদ্ধি	৫২
ডিজিটেলিসের অ্যান্টিডোট নাক্সভোম	৫২
ন্যাবা	৫২
ক্লিমেটিসের অ্যান্টিডোট ব্রায়োনিয়া	৫৩
যন্ত্রণাপ্রদ স্বামীসহবাস ও আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৫৪
হৃৎপীড়া ও ক্যাকটাস ম্যাজিক	৫৪
সেক্সঅরগান ও ডাইওসকোরিয়া	৫৭
রাইটার্সক্র্যাম্প ও হাইপেরিকাম	৬০
চক্ষু পত্র, ঝুলে থাকা আব	৬৪
উদরে ক্ষত ও কার্বোভেজ	৬৭
বসন্তপীড়া ও তজ্জনিত মানসিক অস্থিরতা	৭০
নিউমোনিয়া পরবর্তী ব্রংকাইটিস	৭১
কলেরারোগ ও কার্বোভেজ	৭১
জরায়ুর শিথিলতা	৭৩
রক্তস্রাব ও তার প্রতিকার	৭৩
আমাশয় ও কাঠকয়লা কার্বোভেজ	৭৪
গোড়ালির উপরে ক্ষত	৭৪

খাদ্য গ্রহণ গেলা না গেলে	১০৪
অ্যাসিড ফ্লুরিক ও গলনালীর ক্ষত	১০৪
অ্যাসিড ফ্লুরিক ও ঋতুকালীন প্রফুল্লতা	১০৪
ক্যাকটাস ও তার ম্যাজিক	১০৪
পিত্তপাথরীসহ কামলা পীড়া ও কার্ডুয়াস মেরি	১০৫
উদরে অস্ত্রোপচার, হিক্কা, হাইওসিয়ামাস	১০৫
পালস ও তার মিরাকেল	১০৬
বজ্রাঘাত ও ইগনেশিয়া	১০৬
হেলেবোরাস ও তার ম্যাজিকদর্শন	১০৭
সিকেলি কর, সাইকুটা, ভিরেট্রাম ও কলেরা রোগ	১০৮
মলদ্বারে জ্বালা, আইরিস ভার্স	১০৯
তপনতাপ ও তার প্রতিকার	১০৯
গোড়ালি ব্যথা ও ন্যাট্রাম কার্ব	১০৯
ক্যানসার, ক্যামফর ও আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	১১২
কালো মল ও লেপট্যান্ড্রা ভারজিনিকা	১১৩
মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও জিঙ্কাম মেটালিকাম	১১৫
শিশুর আক্ষেপ ও জিঙ্কাম মেটালিকাম	১১৭
অবরুদ্ধ চর্মরোগ ও তার প্রতিকার	১১৭
জিঙ্কাম ও পদসঞ্চালন	১১৮
সর্বাঙ্গে ব্যথাযন্ত্রণা ও তার নিরাময়	১১৯
ককুলাস ইন্ডিকাস ও তার ম্যাজিক	১২০
হৃৎপিন্ডের কম্পন ও স্পঞ্জিয়া	১২৩
ডালকামারা ও ঘনঘন প্রস্রাব	১২৪
মৃত্যু পথযাত্রী রোগী ও কার্বোভেজ	১২৫
উদর জ্বালা ও উদর স্ফীতি	১২৬
স্বরলোপ ও তার নিদান	১২৭
দক্ষিণ জানুসন্ধির প্রদাহ ও মার্কারি	১২৮
স্তনগ্রন্থী স্ফীত ও মার্কসল	১৩০
উরুস্তম্ভে টিউমার ও তার আরোগ্যনীতি	১৩০
অহমবোধ ও অরাম	১৩১
আদিবাসী ভাই, গোদরোগ, ভাইপেরা	১৩২
ওভারিয়ান নিউর‍্যালজিয়া ও তার প্রতিকার	১৩৬

খাদ্য গ্রহণ গেলা না গেলে ১০৪
অ্যাসিড ফ্লুরিক ও গলনালীর ক্ষত ১০৪
অ্যাসিড ফ্লুরিক ও ঋতুকালীন প্রফুল্লতা ১০৪
ক্যাকটাস ও তার ম্যাজিক ১০৪
পিত্তপাথরীসহ কামলা পীড়া ও কার্ডুয়াস মেরি ১০৫
উদরে অস্ত্রোপচার, হিক্কা, হাইওসিয়ামাস ১০৫
পালস ও তার মিরাকেল ১০৬
বজ্রাঘাত ও ইগনেশিয়া ১০৬
হেলেবোরাস ও তার ম্যাজিকদর্শন ১০৭
সিকেলি কর, সাইকুটা, ভিরেট্রাম ও কলেরা রোগ ১০৮
মলদ্বারে জ্বালা, আইরিস ভার্স ১০৯
তপনতাপ ও তার প্রতিকার ১০৯
গোড়ালি ব্যথা ও ন্যাট্রাম কার্ব ১০৯
ক্যানসার, ক্যামফর ও আজেন্টাম নাইট্রিকাম ১১২
কালো মল ও লেপট্যান্ড্রা ভারজিনিকা ১১৩
মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও জিঙ্কাম মেটালিকাম ১১৫
শিশুর আক্ষেপ ও জিঙ্কাম মেটালিকাম ১১৭
অবরুদ্ধ চর্মরোগ ও তার প্রতিকার ১১৭
জিঙ্কাম ও পদসঞ্চালন ১১৮
সর্বাঙ্গে ব্যথাযন্ত্রণা ও তার নিরাময় ১১৯
ককুলাস ইন্ডিকাস ও তার ম্যাজিক ১২০
হৃৎপিন্ডের কম্পন ও স্পঞ্জিয়া ১২৩
ডালকামারা ও ঘনঘন প্রস্রাব ১২৪
মৃত্যু পথযাত্রী রোগী ও কার্বোভেজ ১২৫
উদর জ্বালা ও উদর স্ফীতি ১২৬
স্বরলোপ ও তার নিদান ১২৭
দক্ষিণ জানুসন্ধির প্রদাহ ও মার্কারি ১২৮
স্তনগ্রন্থী স্ফীত ও মার্কসল ১৩০
উরুস্তম্ভে টিউমার ও তার আরোগ্যনীতি ১৩০
অহমবোধ ও অরাম ১৩১
আদিবাসী ভাই, গোদরোগ, ভাইপেরা ১৩২
ওভারিয়ান নিউর‍্যালজিয়া ও তার প্রতিকার ১৩৬

হোমিওপ্যাথির দিগদর্শন

মানসিক বিকার

বুদ্ধিবৃত্তির বিকারাবস্থা, চিত্তবিভ্রম বা উন্মাদগ্রস্ততা ঠিক এরকম শতশত রোগী দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে। কোথাও রোগী অতিদ্রুত সুস্থাবস্থায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে আবার কোথাওবা রোগীর গৃহস্থ লোকেরা ধৈর্য্য হারিয়ে অন্যত্র অন্য চিকিৎসায় চলে গেছে। মানসিক বিকৃতি, কামোন্মত্ততা বা চিত্তউন্মাদ এমন রোগীর সংখ্যা কম নয়। আমরা পথেঘাটে মনোবিকারগ্রস্ত মানুষদের দেখে থাকি। পুরুষ ও নারী। ঐসব উন্মাদদের অদ্ভুত অস্বাভাবিক আচরণ দেখেও আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কারণ ওরা উন্মাদ, মানসিকবিকারগ্রস্ত। ওদের বিচিত্র আচরণ আমাদের চিত্তে কোন রেখাপাত করে না। চিত্তহারা ফুটপাতে পড়ে থাকা ছিন্নমলিন দুর্গন্ধময় পোষাক পরিহিত একজন মানুষ তার আপন খেয়ালে হাত পা নাড়ে, ভুল বকে, গান করে, কবিতায় কথা বলে আবার অনেকে গালিগালাজও করে। কেউবা শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যপানে তাকিয়ে থাকে। যেন কিছু চাওয়ার নেই, কিছু পাওয়ার নেই, অভিযোগ অনুযোগ বলে কিছু নেই। একজন সাধারণ পথচারীর নিকট ঐরকম চিত্তহারা চিত্তবিকারগ্রস্ত মানুষের যথার্থ পরিচয় অজ্ঞাত থাকলেও যিনি হোমিওপ্যাথির কান্ডারি, এই শাস্ত্রকে যিনি সাধনার ধন হিসাবে গ্রহণ করেছেন তিনি জানেন মানসিক বিকার ও তার প্রতিকারের যথার্থ উপায় কি। যৌবনে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে অথবা প্রবল মানসিক আঘাতে বা মস্তিষ্কের গুরুতর কোন আঘাতে যখন কোন মানুষের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে সেইসব মানুষদের জন্য হোমিওপ্যাথির ভান্ডারে অমৃৎসম যেসব ঔষধ নিপুণভাবে সাজানো আছে- সে সবের প্রকৃত পরিচয় ও তার প্রয়োগপ্রণালী জানা থাকলে জগতে পাগলা গারদের সংখ্যা যে কমে যেত তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি একজন মনোবিকারগ্রস্ত লোক বলছে, আমি রাজা। ছিন্নবস্ত্র, গাত্রে কয়েকমণ ময়লা জমা, কতযুগ স্নান না করা চুলে জট পাকানো জীর্ণকঙ্কালসার ঐ উন্মাদটির সম্মুখে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আমাকে দেখে উন্মাদটি বুক চাপড়ে আরো জোরে বলতে লাগলো-আমি রাজা। আমি স্নেহের সুরে তাকে

বললাম, তুমি রাজা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু তোমার রানী কোথায়? আমার প্রশ্ন শুনে সে অবাক হল, কোন উত্তর দিল না। কি বলবে খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ হা করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো রানী, রানী ও রানী আমার বউ। একটা দীর্ঘটান দিয়ে বললো, ঘরে। চিকিৎসক হিসাবে আমি জানি যে, মনোবিকারগ্রস্ত কোন রোগীর সঙ্গে ঠিক কি ভাষায় কথা বলা উচিত।এবার আরো মিষ্টি সুরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, তুমি যে রাজা তো তোমার সিংহাসন কোথায়? তোমার রাজপোষাক কোথায়? উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা উন্মাদটি এবারও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, কোন উত্তর নেই, আসলে আমি কৌশলে বাক্যবাণে তার মস্তিষ্কে জোর একটা ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভাবতে বাধ্য করা যে, সে যা কিছু বলছে ভুল করছে বা ভুল বলছে। যে মানুষটি নিজে নিজেকে ভুলে গেছে চিত্তবিকারগ্রস্ততার কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, মস্তিষ্কের চিন্তাস্রোত যার রুদ্ধ তার কাছে সঠিক কোন জবাব আমি আশা করিনি। কিন্তু নিখুঁত কৌশলে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করে তার চিন্ত াস্রোতের রুদ্ধ জাল ছিন্ন করা যায়। সুমধুর ব্যবহার, সুকৌশল ও সঠিক প্রশ্নে যেমন শত্রু, মিত্র হতে পারে তেমনি চিত্তহারা বিকারগ্রস্ত মানুষও অনুরূপ ব্যবহার ও সঠিক ঔষধ প্রয়োগে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারে। এখানে ধমক নয়, চাই বিবেক। যাইহোক কয়েক সেকেন্ড পর উন্মাদটি আমার একটি হাত ধরলো এবং ধুমপায়ীর ভঙ্গিমায় আমার কাছ থেকে বিড়ি চাইলো। বললাম, আমি বিড়ি খাইনা । কাছে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গৃহস্থ লোকজন ও প্রতিবেশীরা আমাদের দুই পাগলের পাগলামি দেখতে লাগলো। এবার আমি শেষ প্রশ্নটি করলাম। তুমি যে রাজা তো তোমার প্রজা কোথায়? রাজার সিংহাসন থাকতে হবে, রানী থাকবে, প্রজাবৃন্দ থাকবে, রাজপোষাক বা রাজার জুতো থাকতে হবে-এই সহজসরল বোধ জাগ্রত করার জন্য এবং আমি যা বলছি সেটাই হওয়া উচিত–ঠিক এভাবেই রোগীর মনস্তত্বের গভীরে আমাদের পৌছতে হবে। প্রসঙ্গ বিচার করে তদ্রূপ প্রশ্ন এবং রোগের উৎস বিচার করে তদনুরূপ ব্যবস্থাপত্র না দিলে চিকিৎসা বিভ্রাট হতে বাধ্য। আমার প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হতবিহ্বল উন্মাদটি হঠাৎ আমার একটি পা জড়িয়ে ধরে কিছু পয়সা চাইলো। লক্ষ্য করাম তার করুণ চাহনি। এবার আমার পকেট থেকে একটি কুড়ি টাকার নোট তার হাতে দিতে খুব খুশি মনে একছুটে ঘরের বাইরে চলে

গেল। এক্ষণে আমার কাজ হল লোকটির চিত্তবিকৃতির কোন ইতিহাস আছে কিনা জানা। গৃহস্থ লোকদের নিয়ে বসলাম এবং জানতে চাইলাম– কোন দুর্ঘটনা, পুরাতন কোন আঘাত অথবা প্রেম বা নারীঘটিত কোন ইতিহাস আছে কিনা। যা জানা গেল তার সারসংক্ষেপ হল এইরকম- এক জৈষ্ঠ্যের অপরাহ্নে প্রবল ঝড়ের সময় লোকটির মস্তকে একটি পেপে গাছ ভেঙে পড়ে। প্রচন্ড আঘাতে সে জ্ঞান হারালে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ৪৮ ঘন্টা পরে তার জ্ঞান ফিরলেও নাগাড়ে বমি চলতে থাকে। ইঞ্জেকশন ও ট্যাবলেট সেবনের পর বমি বন্ধ হলে প্রলাপ বকা শুরু হয়। পরিচর্যা চলে। মাঝে মাঝে সে গৃহত্যাগ করে কোথাও চলে যেত আবার ৩/৪ দিন পরে ফিরেও আসে। নিজের নাম ঠিকানা পরিচয় সবকিছু ভুলে গেছে। গত ছমাস সম্পূর্ণভাবে তার চিত্তবিকার ঘটেছে।

সর্বদা একা থাকতে চাই, নিঃসঙ্গপ্রিয়। কখনো কখনো ক্রুদ্ধভাব, জিনিসপত্র ভাঙতে চাই। মাঝে মাঝে একমুখ করে কফ ফেলে, সবুজ বর্ণের। শব্দ সহ্য হয় না। কানের কাছে শব্দ হলে বিরক্ত হয়। যে-কোন রোগীর চিকিৎসায় রোগী মধ্যে অদ্ভূত অস্বাভাবিক ও অসাধারণ লক্ষণ যেমন বিচার্য তেমনি গুরুতর কোন আঘাত বা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত মানসিক আঘাতও সমানভাবে বিচার্য। এই যে রোগীটি আমি দেখলাম এখানে রোগীর মনোবিকারের কারণটি স্পষ্ট। মস্তকে আঘাত। মস্তিষ্কের গুরুতর আঘাত ও তজ্জনিত মানসিক বিকারগ্রস্ততার জন্য হোমিওপ্যাথির তূণের সেরা তীরটি হল Natrum Sulph. আমি অগ্রে Syphilinum CM ২টি ডোজ দিয়ে Natrum Sulph 200 দুদিন অন্তর দিলাম। সপ্তাহ-পক্ষ-মাস গেল আশার আলো নেই। এবার ঔষধটির উচ্চশক্তি সপ্তাহ অন্তর ৪টি ডোজ দিলাম। আরো মাসাধিক কাল গেল রোগীচিত্তের কোন পরিবর্তন নেই। একদিন রোগীর বাড়ির এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, ডাক্তারবাবু রোগী খুব গালিগালাজ করছে আর উলঙ্গ হতে চাইছে। জিনিসপত্র ভাঙচুর করছে। যৌনতা প্রদর্শন, অঙ্গাবরণ খুলে ফেলা বা গালিগালাজ করা Hyoscyamusএর লক্ষণ। সুতরাং Hyoscyamus 200 শক্তি দিলাম। ঔষধটির যাদুস্পর্শে রোগীচিত্তে পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। পুনরায় রোগীদর্শনে গিয়ে লক্ষ্য করলাম উলঙ্গ হওয়ার প্রবণতা কেটেছে বটে এবং

উগ্রভাবটিও নেই কিন্তু পাগলামি ঠিক আছে। আমার বিশ্বাস ছিলো এবং ভালো করেই জানতাম যে মস্তিষ্কের গুরুতর আঘাতে Natrum Sulph ছাড়া গতি নেই। কারণ মনীষী ফ্যারিংটন তার Clinical Materia Medica গ্রন্থের ৬৯৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, In the chronic effect of injury especially to the head Natrum Sulph is almost indispensable তাই স্বচিন্তায় ফিরে এলাম এবং ঔষধটি পুনঃপ্রয়োগ করি। আমি গৃহস্থ লোকদের বুঝিয়ে বললাম যে, আপনারা ধীরভাবে অপেক্ষা করুন রোগী ভালো হবে। এই রোগীর জন্য মধ্যে মধ্যে Lyco, Acid Fluoric, Staphysagria দিতে হয়েছিল। কারণ লক্ষণবিচার করা আমাদের কাজ। বৎসরাধিক চিকিৎসার পর রোগীর মানসিকবিকার কাটে এবং নব্বুই শতাংশ সুস্থতা লাভ করে। আমি দেখেছি উক্ত রোগী আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই সংসার জীবনযাপন করেছে। আমরা চিকিৎসকরা প্রায় যে ভুলটি করি তাহলো নির্বাচিত ঔষধে ক্রিয়া না হলে হতাশ হই এবং পথ পরিবর্তন করি। এমনটি হলে চলবে না। ধৈর্য্যহারা মানুষ কখনও সুফল পায়না। আমি এই শিক্ষাটি পেয়েছিলাম কোরানের পাতে, প্রথম যৌবনে। পবিত্র কোরান মানুষকে সহনশীলতা, মানবতা ও ধৈর্য্যধারণের শিক্ষা দিয়েছে। আমি আমার চিকিৎসাজীবনে আগাগোড়া দুটি নীতি মেনে চলেছি- হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দর্শন ও হ্যানিম্যানের চিন্তা। আমি আমার আগের বই দুটিতেও বলেছিলাম যে, আমি আশৈশব একজন ধর্মভীরু মানুষ। পারিবারিক ঐতিহ্য, দাদিমার শিক্ষা ও পিতা-মাতার স্নেহে লালিত আমি অন্যান্য বইপুস্তকের পাশাপাশি যখন পবিত্র কোরান ও তার অনুবাদ পড়তে শুরু করি, তখন অবাক হই যে, এই বিজ্ঞানময় কোরান জীবনদর্শনের এই শ্রেষ্ঠগ্রন্থ আমাদের চলার পাথেয় হওয়া উচিত। মানব জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির একমাত্র অবলম্বন হওয়া উচিত এই পবিত্র গ্রন্থ। এখানে রযেছে বিজ্ঞান ও দর্শনের চমৎকার সমন্বয়। আমি যে আমার চিন্তাভাবনায় সঠিক ছিলাম তা পরবর্তী জীবনে ডাঃ জাকির নায়েকের লেকচার শোনার পর আরো নিশ্চিত হই।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, মহাশূন্যে চন্দ্র সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণশীল। এ সত্য আমরা জেনেছি এই কিছুদিন আগে। অথচ হযরত নবী (স) পবিত্র কোরানের ভাষায় বলে গেছেন চন্দ্র সূর্যের, পরিক্রমার কথা-

১৪০০ বছর পূর্বে। বৃষ্টিচক্রের কথা আমরা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি। কেমন করে ভূপৃষ্ঠের সমুদ্র ও নদনদীর জল বাষ্পীভূত হয় এবং কেমন করে তা সঞ্চারিত হয়ে আকাশে মেঘমালায় পরিণত হয় এবং শেষে তা বৃষ্টি রূপে ঝরে পড়ে– সে সত্য মানুষ জেনেছে কিছুদিন আগে অথচ পবিত্র কোরান ১৪০০ বছর পূর্বে এই বৃষ্টিচক্রের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মান্ড একটা সময় বায়বীয় অবস্থায় ছিল অর্থাৎ বিগব্যাং থিওরী বলে প্রচন্ড এক বিস্ফোরণে আমাদের এই ধরণীসহ অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। হযরত নবী (সা) পবিত্র কোরানের ভাষায় এই একই কথার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পূর্বে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রজননতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং পবিত্র কোরানের প্রজননতত্ত্বের ব্যাখ্যা একই। গাছপালার লিঙ্গ, কর্মী মৌমাছির লিঙ্গের সত্যতা বর্তমান বিশ্ব জেনেছে মাত্র কয়েক বছর আগে কিন্তু প্রফেট নবী (স) একই কথা বলেছেন বহু বছর আগে। আরবমরুর দুলাল বিজ্ঞানী হযরত নবী (স) বলেছেন বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্প্রসারণশীল। এই একই কথার পুনরাবৃত্তি আমরা শুনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে। কিছুদিন পূর্বে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় জানা গেছে যে, পৃথিবীর পর্বতমালাসমূহ ভূপৃষ্ঠের উপর কীভাবে কীলকের অর্থাৎ খুটির কাজ করে অথচ পবিত্র কোরানের ভাষায় আমিনাদুলাল হযরত নবী (সা) ঘোষণা করেন অলজিবা-লা আওতা-দা অর্থাৎ এবং পর্বতমালাকে পেরেক সদৃশ করিনি? আমাদের এই সবুজগ্রহ পৃথিবী যে বর্তুলাকার সেকথা পবিত্র কোরান ঘোষণা দিয়েছে ১৪০০ বছর আগে। পূর্বযুগে মানুষ ধারণা করতো যে পৃথিবী সমতল কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন এই ধারণা নস্যাৎ করে বলেছে পৃথিবী বর্তুলাকার। এককথায় পবিত্র কোরান ১৪০০ বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানের উপর যাকিছু বলেছে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পবিত্র কোরানের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা আমার কাজ নয়। আমি একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। আমার উদ্দেশ্য ও কাজ হল রোগী ও তার আরোগ্যনীতি। রোগযন্ত্রণা কাতর মানুষকে ঠিক ঔষধ প্রয়োগ করে সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনা। আর আমি এই কাজটিই করি হ্যানিম্যানীয় দর্শনের সাহায্যে। মনের গুণে যেহেতু মানুষ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তাই আমরা রোগীর

ভিতরকার মানুষটিকেই অগ্রাধিকার দিই বেশি। জটিল কোন পীড়া যেমন ক্যানসার হলে মানুষ আতঙ্কিত হয়, রোগযন্ত্রণা ও মরণের প্রহর গোনে। তেমনিভাবে আমাদের দেখা উচিত লোভ হিংসা পরশ্রীকাতরতা, উগ্রতা, মদমত্ততা বা অর্থলালসা কীভাবে ভিতরের মানুষটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং তৎকারণে দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়। এছাড়াও অবৈধ যৌনাচার পীড়ানামক তনুমনের কত বড়ো শত্রু সেকথা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। মানুষ যদি সৃষ্টিকর্তায় নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাবতীয় কু-অভ্যাস ও কু-সংসর্গ বর্জন করতে পারে তাহলে এই পার্থিব জীবন সুন্দর ও সুখের হতে পারে। আর এই সু-অভ্যাস অর্জনের জন্য, আমার ধারণায়, কোরানের শিক্ষাই হল সর্বোত্তম ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য উপায়। আমার যুক্তি, আমার বিশ্বাস আমাকে এই পথে চালিত করেছে। পবিত্র কোরান বলেছে এ জীবন পরীক্ষার। একজন ভালো ছাত্রের মতো ভালো রেজাল্ট করতে হলে আমাকে সৎ হতে হবে, ভালো হতে হবে, পরহিত মন অর্জন করতে হবে। স্রষ্টার নীতিমালার পালনের মধ্যে মানুষ সৎগুণাবলী অর্জন করতে পারে। মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবনের ভয় অন্তরে থাকলে অন্তরের কলুষ দূর হতে পারে এবং মানুষ জটিল রোগবালাই থেকে মুক্তি পেতে পারে। হ্যানিম্যান নির্দেশিত সোরাদোষ বা মনঃকণ্ডুয়ন যা উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইতরামির ফল যার অনিবার্য্য পরিণতি মারাত্মকতা, ভয়ঙ্কর ব্যাধি তা থেকে মুক্তির উপায় কী? আমার চিন্তায় এই মুক্তির একমাত্র সমাধান পবিত্র কোরান ও হযরত মুহাম্মদ (সা)। তাই তো মনীষী হ্যানিম্যান এই পথকে জীবনের পাথেয় করে ধন্য হযেছেন। আটটি দশক পেরিয়ে আজ আমি জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেছি আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার পরপারের ডাক যে কোন সময় আসতে পারে। যাবার আগে সবাইকে বিশেষ করে হোমিওপ্যাথির অনুসারীদের অনুরোধ করবো, পবিত্র কোরানের শিক্ষা ও হ্যানিম্যানীয় দর্শন যুগপথ অনুসরণ করুন- সাফল্যের জয়তিলক আপনা থেকেই ললাটে অঙ্কিত হবে। পীড়া অর্থ যদি জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলার অভিব্যক্তি হয় তাহলে দেহস্থ জীবনীশক্তির শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাতে কোনরকম অন্যায় আঘাত সৃষ্টি করা না হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্তপদ, পাকস্থলী তথা শরীরের প্রতিটি অঙ্গের প্রত্যেক অণুপরমাণু যাতে তাদের স্ব-স্ব কর্ম স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতে পারে তদ্রুপ ব্যবস্থা ছাড়া কখনোই চিকিৎসা সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই মনীষী হ্যানিম্যান যখন প্রচলিত

চিকিৎসা ধারার বিপরীতে তাঁর মনস্তাত্বিক দর্শনের ব্যাখ্যা দিলেন এবং রোগীদেহে অবৈধ হস্তক্ষেপ না করে রোগীর বিশৃঙ্খল জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনার নতুন উপায়ের কথা জানালেন তখনই জগৎ চমকে উঠলো। মনস্তাত্বিক দর্শন? মনস্তাত্বিক চিকিৎসা? এ আবার কেমন কথা? বিরুদ্ধপন্থীরা খেপে লাল। শেষ পর্যন্ত প্রায় একঘরে হওয়া মনীষী জীর্ণদেহে ছিন্নবসনে দেশত্যাগী হলেন। কি নিষ্ঠুর পরিহাস! তথাপি মনীষীর চিত্তে কোন খেদ নেই, আক্ষেপ নেই-সত্য প্রকাশে অবিচলিত। যুগে যুগে সত্যসন্ধানী মানুষেরা এভাবেই উপেক্ষিত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তথাপি পথ তাদের জন্য রুদ্ধ করা যায়নি। কারণ সত্য আসিয়াছে মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবার জন্যই। যে সত্যের জয়প্রদীপ চিরতরে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল কালের অমোঘ নিয়মে সেই প্রদীপ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কোন চিকিৎসাই সম্পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না সেই চিকিৎসা ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে রোগীর চিকিৎসা করে। চক্ষু কর্ণ জিহ্বা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ম করলেও কখনোই তা সমগ্র মানুষটিকে বাদ দিয়ে নয়। একে অন্যের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি শৃঙ্খলিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে দেহস্থ আব বা টিউমার অথবা কোন গ্রন্থির উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ কখনই গ্রহণযেগ্যা নয়। বলাবাহুল্য যে, যা কিছু গ্রহণযোগ্য নয় তা অবশ্যই ক্ষতিকারক। এই ব্যবস্থার সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে হ্যানিম্যান নির্দেশিত সোরা সিফিলিস সাইকোসিসের বিশ্লেষণে। হ্যানিম্যানের ভাষায় **সোরা বা মনঃকণ্ডুয়নই যাবতীয় ধ্বংসের বীজস্বরূপ**। তাই রোগীদেহ যাতে সোরাশূন্য হতে পারে তার চিকিৎসা করা উচিত। সোরার উৎস কী? কেমন করে তা মানবদেহে বাসা বাঁধে? যৌনচেতনা? আমি মনে করি যৌনচেতনা আছে বলেই সৃষ্টি মুকুলে ফুলে ফলে সুশোভিত। নইলে সৃষ্টি লোপপেত। সোরা হল বিকৃত যৌনচেতনার মদমত্ত অবস্থা বা পাপাচার। আর এরই অনিবার্য পরিণতি কুষ্ঠ বা গলিত-দুষিত চর্মরোগ। যতক্ষণ না এই দুষিত-গলিতসোরাবিষ সমূলে উৎপাটনের যথার্থ ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে পারছি ততক্ষণ আমাদের চিকিৎসা প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আবার একথাও সত্য যে, এই সোরাদোষ অতি গভীর এবং সংক্রামকও বটে। সোরার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে দেহকে মুক্ত রাখার জন্য মানুষের জৈব প্রকৃতিকে ততধিক শক্তিশালী হতে হবে। নচেৎ সোরা নামক শত্রুর মোকাবিলা অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং কোনরকমের কুচিকিৎসার কারণে